তারিখ ... 16 MAY 2018 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

বাজেট ২০১৮-১৯

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত অগ্রাধিকার পাচ্ছে

গোলাম রাব্বানী ●

আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে জাতীয় শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত গড় হিসাবে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। সব মিলিয়ে এ খাতে বরাদ্দ দাঁড়াবে ৭৬ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ছাড়াও সামরিক শিক্ষা, ট্রেনিং, প্রযুক্তি খাত, এই খাতের ট্রেনিং, ভোকেশনাল ট্রেনিংসহ বিভিন্ন বিষয় রয়েছে। এসব মিলিয়ে, এ খাতে চলতি অর্থবছরের তুলনায় বরাদ্দ বাড়ছে ১৬ শতাংশ। টাকার অঙ্কে বেড়েছে ১০ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। এই বরাদ্দ আরও বাড়তে পারে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, আগামী অর্থবছরের বাজেটটি নির্বাচনী বাজেট হওয়ায়-নির্বাচনের বেশকিছু বেসরকারি স্কুল এবার নতুন করে এমপিওভুক্ত করা হবে। এমপিদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ করতেই এটি করা

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাত অগ্রাধিকার পাচ্ছে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হচ্ছে। এ জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ থাকবে। এ ছাড়া যেসব বিভাগীয় শহরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই, সেসব বিভাগীয় শহরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এ জন্যও বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে। ভোটের আগে শিক্ষকরা যাতে আর কোনো ইস্যু নিয়ে রাজপথে নামতে না পারেন, সে জন্য শিক্ষকদের দাবিগুলোর বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হবে। কিছু দাবির ব্যাপারে ঘোষণাও দেওয়া হবে।

প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত শিক্ষা খাতের বিষয়ে এই সরকারের আমলে গৃহীত পদক্ষেপগুলোও তুলে ধরবেন। এই খাতে সরকার আগামীতে কী করতে চায়, সে বিষয়েও বিস্তারিত তুলে ধরা হবে।

এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষা খাতে বরাদ্দ প্রকৃত অর্থে বাড়ছে না। এর আগে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ আলাদা হতো। এখন শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বরাদ্দ দেখানো হয়। সে কারণে এসব খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ মেলে। এককভাবে শিক্ষায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ মেলে না। তিনি বলেন, মোট জিডিপির আকারের মধ্যে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ কমপক্ষে ৪ শতাংশ করা উচিত। কিন্তু প্রকৃত বরাদ্দ ৩ শতাংশেরও কম। বাজেটে শিক্ষকদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের বিষয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনা থাকে না। শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এটি জরুরি।